নিঃশব্দ আয়োজন

লুনা শিরীন

আপনার সফলতা দেখবার জন্য কে আছে এই দেশে? প্রশ্নটা করে
সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালেন প্রশ্নকর্তা ।
তাইতো, এভাবে তো ভাবেননি তিনি
কেন এত সহজ কথাটা আসেনি মনে ।
৪০ তালা এপার্টমেন্টের ঘরগুলো অনেকটাই খাচার মতো মনে হয়
এক অস্থির কবির কাছে ।
গত এক বছরে বহুবার মনে হয়েছে
‘‘কতগুলো বদ্ধ খুপড়িতেই তো কেটে গেলো টরেন্টো শহরের
উন্মাদনার প্রথম বছর’’ ।
এলোমেলো কিছু ভাবনাকে প্রশ্রয় দেয়া এক দূপুর
হাফবেডরুম এপার্টমেন্ট বলে একে
এই ঘরেই ঘুরে বেড়ান কবি
যিনি ঢাকাতে চষে বেড়াতেন চারুকলা
টরেন্টো শহরের যাতাকলে এখন তার কল্লা
নিষিদ্ধ ফ্যাক্টরিতে ঢুকে যান সন্ধা বেলা
ঠিক যে সময়টা অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেন তিনি
এই তো মাত্র এক বছর আগের কথা
আবার ভোর হতেই সেই ফ্যাক্টরির হীমঘর থেকে বের হয়ে আসেন তিনি
যেই ভোরে *জাগুয়ার কেঢস* পড়ে লেকের পাড়ে যেতেন তিনি ।
মানুষ কি নিয়তিকে মেনে নেয় নাকি নিয়তি নিয়ন্ত্রন করে মানুষকে ?
পরিপুরক প্রশ্নকে এড়িয়ে চলেন তিনি
যিনি জীবনের যৌবনে দান্ধিক বিতর্কে জড়াতেন প্রায়ই
অবিরাম পিছুফেরা এই দুপুরে তিনি ক্লান্ত বোধ করেন
এরচেয়ে ভালো
ঠান্ডাঘরে শত শত শ্রমিকের সাথে নির্বোধ হাতগুলোকে চালু রাখা
জ্বলে না উঠার এক অপূর্ব আয়োজন ।

কবিতা বিষয়ক গদ্য কবিতা

চারবোন

চারবোন জড়াজড়ি করে বড় হয়েছিলাম
মধ্যবিত্ত বাবা / মায়েদের যে স্বপ্ন থাকে তার বাইরে
অন্যকোন সাধ ছিলোনা তাদের (বাবা/মা)
কলেজ শিক্ষক বাবার ছাত্রী ছিলেন লোকশিল্পী(ফরিদা পারভিন)
তার হাতেই বড়বোনের গানে হাতেখড়ি, খু-উ-ব ছোটবেলায়

আমাকে নিয়ে চেষ্টার শুরুতেই কোন এক অনির্ধারিত কারণে
সে যাত্রায় আর এগুনো যায়নি ।
এভাবেই বেশ কিছুটা সময়
আমরা কৈশোর এর পর্বে ।
কেমন করে, কোন কোন সূত্র ধরে
আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে
আমরা ছায়ানটের একদল শিল্পীকে মামা ডাকতে শুরু করি ।
পড়ালেখা, গান, ছায়ানট, বটমুল, পহেলা বৈশাখ,
এসবেই কেটে যায় লুকোচুরির নাইন/টেন/ইলেভেন
একদিন সবার অগোচরে বেড়ে উঠা সব ছোটবোন টির গলায়
ধরা পরে অনন্য সুরের ছোঁয়া
সময় ও সুযোগকে সাথে নিয়ে, ও একসময় হয়ে
উঠে গুনী শিল্পী ।
খেলাচ্ছলে সেজটি একদিন হাতে তুলে নেয় তবলা
বেশ ভালোই বেজেছিলো ওর হাত ।
বুঝতেই পারছেন, ব্যর্থতায় ভরা দৃষ্টি নিয়ে
আমাকে বসতে হয় দর্শক সারিতে
অনুষ্ঠান আলো করে বাকী তিনজন
দুপাশে ছোট আর বড়তে দ্বৈত শিল্পী
মাঝে তবলায় সেজটি ।
অনুষ্ঠান শেষে আমার দিকে আংগুল উঠে অনেকের
''তুমি পারো না কিছুই, কিছুই না, গান কিংবা কবিতা''
আমার নিরুত্তর ভূমিকা ।
এমনি ব্যর্থতায় ভরা আমার গোটা বাল্যকাল
ছায়ানটের শিক্ষক আবদুল ওয়াদুদ একদিন বললেন
''তোকে না চিনলে জানতে পারতাম না এমন সুরহীন গলাও কারো থাকে''
হেসে উঠে আসর।
এরও অনেক পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় শিল্পী মিতা হক পারিবারিক
বন্ধু হয়ে উঠেন, উনি একদিন বললেন, ''একি তোর গলায় তো গান হয় না, কেবলই
কথার মতো শুনায়''।
ভীষন অভিমানে কবিতা নিয়ে বসি
কবিতাকে সংগী করেছিলাম আরো আগেই
সেই ১৪/১৫ বছর বয়সে
এক ঈদের দিনে বাবা বকেছিলেন খুব, সেদিন রাগ করে
'দুই বিঘা জমি' নিয়ে কেটেছিলো গোটাদিন, সকাল থেকে সন্ধা
পুরো দুই বিঘা জমিকে চোখের সামনে নিয়ে এলাম,
আজো প্রতিটা শব্দ ঠোটের আগায়।
এবার ২৩ বছর বয়সে কবিতাকে ভালোবাসলাম
দিনের আলোতে, শুরু হলো ভালোবাসা ও চর্চা।
সবাই যেভাবে শুরু করে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, আল মাহমুদ,
অবাক হয়েছিলাম আবু জাফর ওবায়দুললাহ পড়ে
এভাবেই খুড়ে খুড়ে চলা ।
বন্ধু মঞ্জুর একদিন ধরিয়ে দিলো লোরকা, নাজিম হিকমত আরো অনেক-কেই
ততদিনে ওপার বাংলার জয়গোস্বামী আমাকে জয় করেছে।
এবার আবৃত্তি শুনতে লাগলাম, সেই ১৯৮৫ সালে হাতে এলো অডিও ক্যাসেট শিমুল মোস্তফার
তারপর রত্না, যুবরাজ,আজাদ, নুরভাই, এ যেন অন্য এক আলোকিত ভুবন

কলেজ ফাংশনে আবৃত্তি করেছিলাম ‘‘আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়ি নদীর তীরে’’
সেখানেই পুরস্কার পেয়ে, উৎসাহের সোপান ।
জীবনের নানান বাকে বাকে একাকী সময় কাটাতে গিয়েই
কবিতা হয়েছে নির্লোভ সঙ্গী।
ঢাকা থেকে টরেন্টো, এতদিনে কবিতা পড়তে না পারলেও ভালোবাসতে
শিখেছি পুরোদস্তর।
একদিন এই শহরেই ব্রততি এলেন, ঘর আলো করলেন উদার গলায়,
শ্রোতারা অবাক হলেন আর আমি কবিতাকে আরো একবার, বহুবার এর মতো
সাথী করে ফিরে এলাম।
কবিতা আমায় ছাড়ে না, ক্লান্ত দুপুর, নির্ঘুম রাত
কিংবা অজানা পথে, ও চলে, পাশাপাশি আমিও
আকারহীন এই সঙ্গী আমাকে দিচ্ছে সংগ
বিগত ২০ বছর, আমি চলি, সেও চলে।

লুনা শিরীন, টরেন্টো ।
৩শে মে, ২০০৫

ফের শুরু করতে চাই

আবার প্রথম থেকে শুরু করতে চাই
সব পুরোন ফোলডার ডিলিট হোক
নতুন ফোলডার খুলবো ।
সম্পূর্ণ এবং আনকোরা নতুন
একদম র‍্যাপ পেপার দিয়ে মোড়ানো একটা নতুন জীবন
কোথাও কেউ ছিলো না কোনদিন , কোন পুরোন চিহ্ন নেই
ধরে নিন অতীতবিহীন মধ্যবয়সী এক নতুন জীবন
শুরু করতে চাই মাত্র তিরিশ থেকে।
আগামী চল্লিশ বছর নিজের মতো বাচবো
সঙ্গী হবে *ক্রিষ্টাল ক্লিয়ার* কিছু অতীত
ভালোবাসায় জড়াজড়ি করা ফেলে আসা কিছু সময়
টরেন্টো শহরের উচু উচু এপার্টমেন্টের চূড়ায়
গরম কফির ধোয়ায় আছন্ন হয়ে থাকবো
দিনের মাত্র কয়েকটি মুহুর্ত
এই টুকু আয়োজনের জন্যে
সবকিছু ফের শুরু করতে চাই ।

আপনাকে ভীষন মনে পড়ে, পান্নুভাই

আপনার সাথে প্রথম পরিচয় হয়েছিলো একটি বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থায়
আপনি সেখানকার একজন *এক্সেপ্টেবল কর্মী*
এবং আমি, স্বভাবতই একজন নতুন প্রতিনিধি ।
সেই ২০০১ সালের নভেম্বর মাসটা আমার স্মৃতিতে উজ্জল হয়ে আছে
দিনগুলো সেদিন খুব তেজী ছিলো বলেই আমার বিশ্বাস।
আজ আমি, এই টরেন্টো শহরে

৩৬ উর্দ্ধ একজন ছাত্রী মাত্র পরীক্ষা দিয়ে ফিরেছি
একটা ফাকা সুন্দর ঘর, কাচ দিয়ে ঘেরা এই রুমটার জানালায় দাড়ালে
বাইরে অবারিত সবুজ মাঠ চোখে পড়বে আপনার
কেন এই মধ্যদুপুরে আপনার কথা মনে পড়লো আমার?
জীবনের নানান বাকে বাকে কেবলি মানুষের স্মৃতি বহন করা একজন মানুষ আমি
এই স্মৃতিই আমার সঙ্গী কখনো কাঁদি, ক খনো বুকের ভিতর থেকে বেড়িয়ে আসে দীর্ঘঃশ্বাস
এই নীল বেদনা বা আত্মতৃপ্তি আমার অর্জিত শক্তি, আমাকে গতিময় রাখে ।
আমি অনেকটা পথ আপনার সাথে হেটেছি
হ্যা আপনার সাথেই পান্নুভাই, আপনাকেই বলছি
উন্নয়নের জোয়াড়ে ভাসছে গোটা বাংলাদেশ
সেই সাথে আমাদের মতো কিছু তরুন / তরুনী
যাদেরকে পথ চলতে শিখিয়েছিলেন আপনি/আপনারা
আমিন নিশ্চিত এরকম অনেকেই আছেন গোটা বাংলাদেশে।
আপনার মনে পড়ে? প্রথম পরিচয়ে
আমর ঝুলিতে তখন অনেক এঞ্জিওর অভিজ্ঞতা
কিন্তু সবগুলোই এলোমেলো, কোথাও সময় দেয়া হয়নি বিশেষভাবে
তাই জানা/ অজানার পরিধিতে ছেদরেখা টানা হয়নি আজো।
কিন্তু আপনার চিন্তা বেশ গোছানো ছিল
আপনার কাজের অর্জিত ধারাবাহিকতা
কাছ থেকে দেখা মানুষের অভিজ্ঞতায় আপনি তখন
অপরিসীম যোগ্য মানুষ বলে বিবেচিত।
এছাড়া মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘাত/প্রতিঘাতে আপনাকে করেছে জীবনমুখি একজন মানুষ।
কিন্তু আপনাকে আমার মনে পড়লো কেন
আজ এই পড়ন্ত বিকেলে?

আগামী দুদিনে আমার ৫টি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা
আমি পড়ার উদ্দেশ্যে এ ঘরের দরোজাটা বন্ধ করতেই
আউট অফ ফোকাস।
সেন্টেনিয়াল কলেজের সবুজ মাঠটা আমার দৃষ্টির সীমানায় চলে এলো
আর আমার স্মৃতিতে তখন
উত্তরদা, খিলা,রাজাবাজার,লাকসাম,কুমিল্লা,নোয়াখালি,হাতিয়া
আরো কত কত নাম
গোটা তিনবছরে প্রায় ৫টি বড় বিভাগের সবকটা গ্রাম ।
কেমন করে সময় পার হয়? আপনি বলতে পারেন পান্নুভাই
অনুন্নত, পিছিয়ে পড়া বা উন্নয়নের আলো থেকে বঞ্চিত মানুষকে
আলোকিত দিনের বা স্বপ্নের কথা গুছিয়ে বলতে হবে - এই ছিলো আপনার কাজ ।
এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে আপনি পুজি করেছেন ধারালো কিছু কথা ।
আপনি ঢেলেছেন সময় যার বিনিময়ে পেয়েছেন মানুষের গ্রহনযোগ্যতা
এবং আপনার শানিত চিন্তায় বাংলাদেশ নামক একটি দরিদ্র দেশ হয়েছে
একটুকরো উর্বর ফসলি জমি।
ওখানে গরীব মানুষের আবাদ হয়
তাই যোগ্য মানুষ ফলন হয় প্রতিবছর
প্রতিকুল পরিবেশে সাহসী মানুষ পয়দা হয়
বেচে থাকার নিরন্তর তাগিদে।
আপনি হয়েছেন ওই পিছিয়ে পড়া মানুষের ভালোবাসার প্রতিনিধি
ওদের চাহিদাকে গুছিয়ে উপস্থাপন করেন

আপনার শানিত চিন্তাকে ধারালো করেন প্রতিনিয়ত
আপনার লাইনে আরো অনেকেই আছে আমি নিশ্চিত।
কিন্তু আমার কি যায় আসে তাতে?
টরেন্টো শহরে আস্তে আস্তে সামার আসছে
বাংলাদেশ নামক দেশ থেকে চলে আসার পর আমার সত্যিকার মুক্তি হয়েছে
এরকম অনুভুতি অনেকের
আমার নিজেরও এই মুক্তিটি পেতে ইচ্ছে করে পান্নুভাই
কিন্তু কোথাও যেন কিছু একটা বাধা পড়ে আছে
কোথাও যেন আমি নিজেকে ফেলে রেখে এসেছি
তাই আমি নিজেকে খুজে পাইনা পুরোপুরি - অনন্ত এই শহরে।
টিটিসি বাসে উঠলেই আমি ফিরে যাই
রংপুর, কুড়িগ্রাম, সৈয়দপুর, যশোহর
আমাকে জড়িয়ে থাকে একদল মানুষ
শাহানা আপা, নিশাত, ফয়েজভাই, ওমরভাই
আমার সেই প্রিয় টীম।
যাদের ভিতর স্বপ্নের বীজ ঢুকিয়ে দিয়ে আমি স্বার্থপরের মতো
বৃটিশ এয়ারয়েজে উঠেছিলাম আজ থেকে ঠিক ১৯ মাস আগে।
এই কষ্টটা আমাকে খুড়ে চলে অবিরাম
আমি সম্পুর্ন আমাকে খুজে পাই না এই শহরে।
ঘড়ির কাটা ঘুরছে, এখন প্রায় বিকেল
আপনি/ আপনার সবাই গভীর ঘুমে
আর আমি পড়ার নাম করে ঘুরে এলাম গোটা বাংলাদেশ
ঠিক যেভাবে ঘুরেছিলাম দেশ থেকে চলে আসার আগের তিন বছর
গাবতলী/আরিচা ফেরীঘাট/নগরবাড়ি/ যাত্রাবাড়ি
সব মানুষের ভীড় ঠেলে আপনারা আমার পাশে ছিলেন ছায়ার মতো
আমাকে দেখিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র ।
দেশের প্রতি আপনার এবং আপনাদের কমিটমেন্ট আমাকে অবাক করে
প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে আপনার নিরন্তর যুদ্ধ আমাকে
সাহসী করে, আশা জাগানিয়া গান শোনায়
আমাকে ফিরে যেতে বাধ্য করে আমার প্রজ্জলিত সময়ের কাছে
আপনাকে লাল সালাম কমরেড ।

লুনা শিরীন
টরেন্টো, কানাডা থেকে।